২৪. পুরাতন নিয়মে: দিয়াবল এবং শয়তান

বাইবেলে দিয়াবল ও শয়তান সম্বন্ধে কি ধারণা দেওয়া হয়েছে তা আমরা এই অধ্যায়ে এবং পরের অধ্যায়টিতে দেখবো। আমরা দেখব যে শয়তান এবং দিয়াবল একই বিষয় না। নতুন নিয়মে এই শব্দগুলো একভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পুরাতন নিয়মে এগুলো অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল পাঠ: ১ বংশাবলি ২১:১-৮

দায়ূদ যখন রাজা ছিলেন তার রাজত্বের শেষ সময়ের দিকে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো। শয়তান দায়ূদকে প্ররোচনা দিলো যেন সে ইসরায়েলের সৈন্যের সংখ্যা কতো তা গুনে দেখবার জন্য ইসরায়েলের সেনাধ্যক্ষ যোয়াবকে নির্দেশ দেন। ঈশ্বর এ কাজ করার জন্য দায়ূদের উপরে রাগ করেছিলেন। যোয়াব বুঝতে পেরেছিলেন যে সৈন্যদের সংখ্যা গণনা করা ঠিক কাজ নয়, তাই তিনি গুনবার কাজটি শেষ করেন নি।

১. দায়ূদ কি ভুল করছিল? [গীত ৩৩:১৬ পদ থেকে সাহায্য নিন]
২. ২ শমূয়েল ২৪:১-১০ পদে এই একই ঘটনাটি পুনরায় লেখা হয়েছে। এখান থেকে এই ঘটনাটি আরেকবার পড়ুন। এই অংশে আমরা নতুন কি কি শিখতে পারি?
৩. এই ঘটনাটির এই দুটো বর্ণনার মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? আপনি কি এই পার্থক্য গুলো ব্যাখ্যা করতে পারেন?
৪. এই ঘটনাটির ক্ষেত্রে শয়তান আসলে কে ছিল?

শয়তান

"শয়তান" শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ যার আসল অর্থ হলো "প্রতিদ্বন্দ্বী" বা "বিপক্ষ"। পুরাতন নিয়মে যখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়, সাধারণত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে "বিপক্ষ" (বা তার সমার্থক শব্দ)।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই বিপক্ষ ছিলেন কোন একজন স্বর্গদূত বা ঈশ্বর-ভক্ত কোন লোক। যেমন:

- গণনা ২২:২২ পদে একজন স্বর্গীয় দূতকে শয়তান বলা হয়েছে।
- ১ শমূয়েল ২৯:৪ পদে দায়ূদকে শয়তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই দুটি জায়গাতেই আমাদের বাইবেলে শয়তান শব্দটি পাওয়া যায় না কারণ এটি অনুবাদ করে আমাদের বোধগম্য ভাষায় লেখা হয়েছে। ১ বংশাবলী ২১:১ পদে ঈশ্বরকে শয়তান বলা হয়েছে কারণ তিনি দায়ূদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানে অনুবাদকরা শব্দটি অনুবাদ করা থেকে বিরত থেকেছেন। এই ঘটনায় ঈশ্বর একজন শয়তানের বা বিপক্ষ হয়ে কাজ করছিলেন কারণ তিনি দায়ূদের জীবনে একটি পরীক্ষা নিয়ে আসেন।

আবার অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিপক্ষ ঈশ্বর-ভক্ত কোন লোক ছিলেন না। যেমন:

- ইদোম দেশের হদদ এবং সিরিয়ার রাজা রষোণ রাজা শলোমনের কাছে শয়তান ছিল (১ রাজা ১১:১৪,২৩) কারণ তারা ইসরায়েলের বিপক্ষে তাদের সৈন্য মোতায়েন করেছিলো।
- গীত ৩৮:২০ পদে রাজা দায়ূদের শত্রুদেরকে বলা হয়েছে শয়তান।

এখানেও শয়তান শব্দটিকে আমদের ভাষায় অনুবাদ করে লেখা হয়েছে।

ইয়োব ১ ও ২ অধ্যায়ে, শয়তান শব্দটি অনুবাদ করা হয় নি। (প্রতিদ্বন্দ্বী) শয়তান ঈশ্বরের সামনে এসে বললো যে, ঈশ্বর ইয়োবকে আশীর্বাদ করেছেন বলেই ইয়োব এতো ধার্মিক। সে আরো বললো যে, যদি ইয়োবকে কষ্টের মধ্যে ফেলা হয় তাহলে তার ধার্মিকতা টিকে থাকবে না। এরপরে ইয়োবের জীবনে একের পর এক নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিলো, যার ফলে তার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলো, তার দশ-দশজন সন্তান মারা গেলো আর তার দেহে মারাত্মক চর্মরোগ দেখা দিলো। স্বয়ং ঈশ্বরই এই সমস্ত দুর্দশা ইয়োবের জীবনে নিয়ে এসেছিলেন (ইয়োব ২:৩; ১৯:২১; ৩০:২১; ৪২:১১ পদগুলো দেখুন)। তাই যদিও শয়তান ইয়োবকে কষ্টে দেখতে চেয়েছিল, ঈশ্বর নিজে সেই পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শয়তানের নিজের পক্ষে কোন কিছু করবার কোন ক্ষমতা ছিল না - ঈশ্বরই তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

তাহলে এই ক্ষেত্রে ইয়োবের বিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলো। এর উত্তর আমাদের জানানো হয়নি। শয়তান এখানে যেই ছিল না কেন, সে মনে করেছিলো যে ইয়োব কষ্টের মুখে তার বিশ্বাসে অটল থাকতে পারবে না। শয়তান যখন ঈশ্বরের কাছে ইয়োবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, ঈশ্বর ইয়োবের বিশ্বাস আর ধার্মিকতার পরীক্ষা নিতে চাইলেন।

দিয়াবল

ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন (KJV) বাইবেলের পুরাতন নিয়মে মাত্র চারবার দিয়াবল শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। নীচের বক্সে এই চারটি পদের পদ-সংখ্যা লেখা হয়েছে। যেমন, কিং জেমস ভার্সনের লেবীয় ১৭:৭ পদে বলা হয়েছে:

> আর তাহারা দিয়াবলের কাছে পশু উৎসর্গ করিবে না...

কিন্তু আধুনিক অনুবাদে এই পদটি ভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে - নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন (NIV) বাইবেলে লেবীয় ১৭:৭ পদে লেখা হয়েছে:

> ছাগ দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ করে তাদের আর নিজেদের বিকিয়ে দেওয়া চলবে না...

এই দেবতাগুলো অত্যন্ত লোমশ আর দেখতে ছাগলের মতো। ইংরেজি RSV অনুবাদে এই দেবতাগুলোকে *satyrs* (অর্থাৎ: অর্ধ-মানুষ অর্ধ ছাগল) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেবতা গুলকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন, পুরাতন নিয়মের "দিয়াবল" বলতে বোঝানো হয়েছে ইসরায়েল জাতির প্রতিবেশী দেশগুলোর উপাসনা করা দেব-দেবতাদের। পুরাতন নিয়মের এই দিয়াবলের সঙ্গে নতুন নিয়মে উল্লেখ করা দিয়াবলের কোন সংযোগ নেই।

অনুবাদকের টিকা: ইংরেজি বিভিন্ন বাইবেলের মত দিয়াবল শব্দটির প্রকৃত অনুবাদ বোঝার জন্য, একাধিক অনুবাদের বাংলা বাইবেল থেকে "দিয়াবল" উল্লিখিত পদগুলো মিলিয়ে দেখুন। বাংলা ক্যারী বাইবেল সাধারণত অনেকটা ইংরেজি KJV এর মত (পুরানো বাংলা) অনুবাদ, আর বাংলা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ ভার্সন বা সহজ বাংলা অনুবাদ (CLV) সাধারণত ইংরেজি NIV বাইবেলের সমতুল্য।

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

“শয়তান” শব্দটি যে সমস্ত যায়গায় অনুবাদ করা হয়েছে

গণনা ২২:২২; ১ শমূ ২৯:৪; ২ শমূ ১৯:২২; ১ রাজা ৫:৪; ১১:১৪,২৩; গীত ৩৮:২০।

যে সমস্ত যায়গায় “শয়তান” শব্দটি অনুবাদ না করে সরাসরি “শয়তান” হিসেবে লেখা হয়েছে

১ বংশা ২১:১; ইয়োব ১ও ২ অধ্যায়; সখরিয় ৩:১-২।

KJV / কিং জেমস ভার্সনে (দিয়াবল) (বাংলা ক্যারী বাইবেলের সাথে মিলিয়ে দেখুন)

লেবীয় ১৭:৭; দ্বি.বি. ৩২:১৭; ২বংশা ১১:১৫; গীত ১০৬:৩৭।

অনুবাদকের টিকা: উপরোক্ত পদগুলো মূলত ইংরেজি বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলা বাইবেলে এসব পদের সামঞ্জস্য খুঁজে না পাওয়া গেলে ইংরেজি (উল্লিখিত) বিভিন্ন বাইবেল এবং একাধিক বাংলা বাইবেলের সাহায্য নিন।

লুসিফর

কেউ কেউ মনে করে যে বাইবেলে অনুবাদ না করা “শয়তান” শব্দটির দ্বারা একজন দুষ্ট দূতকে বোঝানো হয়েছে যে আদমের সময়ে পাপ করেছিলো। অনেকে আরো মনে করে,এই ঘটনার পর থেকে, শয়তান সব যায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে পাপ করার জন্য প্রলোভিত করে চলেছে। লুসিফর নামটি যিশাইয় ১৪:১২ পদ থেকে এসেছে। এই পদটিতে বলা হয়েছে: (KJV)

> হে লুসিফর, ভোরের সন্তান,তুমি তো স্বর্গ থেকে পড়ে গেছো...

বাইবেলের কেবল এই জায়গাটিতেই “লুসিফর” শব্দটি পাওয়া যায়, বেশীরভাগ আধুনিক বাইবেলের অনুবাদে শব্দটি কোথাও পাওয়া যায় না। আপনি যদি অধ্যায়টির শুরুতে ১৪:৪ পদ পড়েন তাহলে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবেন যে এই অংশটি বাবিলের রাজার সম্পর্কে লেখা হয়েছে! আবার ১৬ এবং ১৭ পদে তাকে বলা হয়েছে একজন “লোক” বা “মানুষ” কোন “পতিত স্বর্গদূত” না!

লুসিফর শব্দটি দিয়ে ঠিক ভোরের আকাশে যে উজ্জ্বল (শুকতারা) তারা ওঠে সেই “ভোরের তারা” বা “শুক্র গ্রহ” বোঝায়। বর্তমানের বিভিন্ন আধুনিক অনুবাদে এই শব্দটিকে “ভোরের তারা” বা “শুকতারা” বলেই অনুবাদ করা হয়েছে। বাবিলের রাজা ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী আর তিনি নিজেকে একজন দেবতার সমান বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন “আমি মহান ঈশ্বরের সমান হবো” (১৪ পদ), এমনকি নিজেকে সে সে “স্বর্গে” থাকা শুকতারা মনে করতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে, সে পরাজিত হলেন আর তার মধ্য দিয়ে তাকে পৃথিবীর গর্তে বা মৃত স্থানে নামানো হলো। এই অধ্যায়টিতে সেটাই বুঝান হয়েছে।

এই একই ধরণের কিছু কথা আমরা যিহিষ্কেল ২৮ অধ্যায়ে সোরের রাজার সম্বন্ধে দেখতে পাই।

সারাংশ

১. "শয়তান" শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ যার সাধারণ অর্থ হলো "বিপক্ষ" বা "প্রতিদ্বন্দ্বী"। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাইবেলে এই শব্দটিকে এই ভাবেই অনুবাদ করা হয়েছে। এমনকি যে সমস্ত যায়গায় এই শব্দটির অনুবাদ করা হয়নি সেসব জায়গায়ও এই শব্দটি দ্বারা বিপক্ষ বোঝানো হয়েছে।

২. পুরাতন নিয়মে "দিয়াবল" শব্দটি দ্বারা ইসরায়েল জাতির চারপাশের দেশগুলোতে যে মূর্তি পূজা করা হত, সেইসব মূর্তি গুলকে বোঝানো হয়েছে।

চিন্তা উদ্দীপক

১. গীত ১০৯ অধ্যায়টি পড়ুন। এখানে দায়ূদ কি নিয়ে চিন্তিত?

২. এখানে (মূল বাইবেলের অনুবাদে) শয়তান শব্দটি ৪, ৬, ২০ এবং ২৯ পদগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শব্দটি কিভাবে আপনার বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে? এই ক্ষেত্রে বিপক্ষ কে ছিল?

৩. বিপক্ষদের সম্বন্ধে গীত ১০৯ অধ্যায়ে কি বলা হয়েছে?

৪. এই গীতটি হল রাজা দায়ূদের একটি প্রার্থনা, এর মধ্য দিয়ে তিনি তার বিপক্ষদের শাস্তি দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করছেন। আপনি কি মনে করেন, দায়ূদ পক্ষে এইভাবে প্রার্থনা করা কি ঠিক ছিল? আমাদেরও কি এইভাবে প্রার্থনা করা উচিৎ?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. একটি বাইবেল সহায়িকা (concordance) ব্যবহার করে পুরাতন নিয়মে যে যে যায়গায় হিব্রু শয়তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন। এই প্রত্যেকটি জায়গাতে কাকে কাকে বিপক্ষ বলা হচ্ছে?

২. আমরা কিভাবে বলতে পারি যে যিশাইয় ১৪ আর যিহিষ্কেল ২৮ অধ্যায়ে কোন দুষ্ট স্বর্গদূতের কথা বলা হয় নি?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- The devil: the great deceiver লেখক Peter Watkins (The Christadelphian,কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬) ১২৮ পৃষ্ঠা। এখানে দিয়াবল, শয়তান, ভূত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ পদ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে এবং যত্নের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।
- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (The Christadelphian, কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৬), ১৬ অধ্যায় "Jesus and the devil" ২০ পৃষ্ঠা। এ ছাড়া পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
- The very devil লেখক Harry Whittaker (Biblia কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯১।) বাইবেলে দিয়াবল ও শয়তানের সম্পর্কে কি লেখা আছে তা নিয়ে একটি আনন্দদায়ক এবং বিস্তারিত ভাবে এই বইটি লেখা হয়েছে (৯৮ পৃষ্ঠা)।
- Wrested scriptures লেখক Ron Abel (The Christadelphians, Pasadena কর্তৃক প্রকাশিত)। ১৬৩ থেকে ১৮৪ পৃষ্ঠায় বাইবেলর যে যে জায়গায় দিয়াবল ও শয়তান সম্পর্কিত লেখাগুলোকে প্রায়ই ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আরো দেখুন

১৬. প্রলোভন

১৭. পাপ

২৩. ভুত আর প্রেত

২৫. নতুন নিয়মে: দিয়াবল এবং শয়তান